দ্য ফার্স্ট টেম্পলার

মধ্যযুগীয় পটভূমিতে নির্মিত দ্য ফার্স্ট টেম্পলার নামের গেমটি অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার ধাঁচের গেম। গেমের পটভূমি হচ্ছে ক্রুসেডের প্রথম যুদ্ধ। গেমের মূল বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে নাইটস টেম্পলারদের পক্ষে। গেমের কাহিনী গড়ে উঠেছে দুটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে। একজন হচ্ছে ফ্রেঞ্চ টেম্পলার সেলিয়ান ডি অ্যারেসটাইড এবং তার সহযোগী মেরি ডি ইবেলিন নামের এক উচ্চবংশীয় ভদ্রমহিলা। গেমটিতে তাদের নিয়ে ভেদ করতে হবে রহস্যের মায়াজালে আচ্ছন্ন টেম্পলার অর্ডারের গুপ্ত কার্যক্রম। চার্চে ভেতরে ভালো সেজে বসে থাকা উপাসকরা কি ষড়যন্ত্র করছে তা ধীরে ধীরে উন্মোচন করতে হবে নবীন নাইট যোদ্ধারূপী সেলিয়ানকে নিয়ে। সেই সাথে আরও উদঘাটন করতে হবে হোলি গ্রেইলের রহস্য। গেমটি সিঙ্গেল প্লে-য়ার ও কো-অপ উভয় মোডেই খেলার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সিঙ্গেল প্লে-য়ার মোডে খেলার সময় প্লে-য়ার বদল করে খেলার সুযোগ রয়েছে। কীবোর্ড ও গেমপ্যাডের সাহায্যে দুজন একসাথে খেলা যাবে এ গেমটি। একা খেলার সময় গেমের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে অপর ক্যারেক্টারটি পরিচালিত হবে। কখন গেমটির সাথে অ্যাসাসিন'স ক্রিড গেমের বেশ মিল রয়েছে। কারণ অ্যাসাসিন'স ক্রিডে যেসব স্থানের বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে সেসব স্থানের দেখা মিলবে এ গেমে। অ্যাসাসিন'স ক্রিডে আততায়ীদের পক্ষে থেকে টেম্পলারদের বিরুদ্ধে খেলতে হয়েছে এবং এ গেমে গেমারকে টেম্পলার হয়ে আততায়ী ও অন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। অ্যাসাসিন'স ক্রিডে টেম্পলারদের নেতিবাচক চরিত্রে দেখানো হয়েছে, কিন্তু এ গেমে তাদের ইতিবাচক চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গেমটি ডেভেলপ করেছে হিমিমন্ট গেমস এবং পাবলিশ করেছে ক্যালিপসো মিডিয়া। হিমিমন্ট গেমস বুলগেরিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান, যা স্ট্র্যাটেজিক গেম ইমপেরিয়াম রোমানাম ও ট্রপিকো ৩ নামের গেমের জন্য খ্যাতি পেয়েছে। গেমটি শুধু মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ও এক্সবক্স ৩৬০ প্ল-টফর্মের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। গেমে এয়োদশ শতকের ইউরোপীয় ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় ২০টি ঐতিহাসিক স্থানের সমন্বয়ে গেমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা। চরিত্রগুলোর বেশভূষা ও পরিবেশে খুবই সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পুরনো দিনের ছাপ। সেলিয়ানের হাতে শোভা পাবে ঢাল ও তলোয়ার এবং মেরির হাতে ক্রসবো। অস্ত্রের ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে সেলিয়ান মিলি অ্যাটাক বা সামনাসামনি লড়াইয়ে পারদর্শী এবং মেরি দূর থেকে শত্রুকে ঘায়েল করতে পটু। গেমপ্লে- টাইম তেমন বেশি নয় মাত্র ৯-১০ ঘণ্টা, তাই খেলতে খেলতে গেমটি কখন শেষ পর্যায়ে চলে আসবে টেরই পাবেন না। তবে গেমের কাহিনী ও কনসেপ্ট বেশ ভালো। গ্রাফিক্স, সাউন্ড ও গেমপ্লে- মোটামুটি মানের। মাল্টিপ্লে-য়ার মোড বেশ ভালো। গেমের গ্রাফিক্সে আরও কিছুটা পালিশ করা ও সাউন্ডের দিকে আরেকটু নজর দিলে গেমের মান আরও ভালো হতো। সব মিলে গেমটি অ্যাসাসিন'স ক্রিডের কাছাকাছি মজা লাগবে। অ্যাসাসিন'স ক্রিডের প্রথম পর্বের সাথে তুলনা করলে বলতে হয় গেমটি বেশ ভালো, তবে অ্যাসাসিন'স ক্রিডের পরের পর্বগুলোর সাথে তুলনা করলে তা অতটা আহামরি মনে হবে না।

গেমটি উইন্ডোজ এক্সপি, ভিসতা বা সেভেন সব ভার্সনেই চালানো যাবে। গেমটি চালাতে লাগবে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্টজের প্রসেসর, এক্সপির জন্য ১ গিগাবাইট র‌্যাম ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ২ গিগাবাইট র‌্যাম, ৪ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড। গ্রাফিক্স কার্ডের বেলায় এনভিডিয়া জিফোর্স ৮০০০ সিরিজ বা এএমডি (এটিআই) র‌্যাডিয়ন এইচডি ৩৮০০ সিরিজ হলে ভালো হয়। গেমটি অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার হলেও তাতে রোল প্লে-িং গেমের বেশ আমেজ রয়েছে, যা সবার ভালো লাগবে। গেমটি মোটামুটি ভালোই সাফল্য লাভ করেছে।

সেকশন ৮- প্রেজ্যুডিস

সেকশন ৮- প্রেজ্যুডিস হচ্ছে ২০০৯ সালে বের হওয়া সেকশন ৮ নামের ফার্স্ট পারসন শুটিং গেমের সিক্যুয়াল। গেমটি একাধারে ডেভেলপ ও পাবলিশ করেছে টাইমগেট স্টুডিওস। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে অন্যতম শক্তিশালী গেম ইঞ্জিন আনরিয়েল ইঞ্জিন ৩। পুরনো গেমের সিক্যুয়াল হিসেবে গেমে তেমন একটা নতুনত্ব নেই। তাই অনেকের কাছে গেমটি কিছুটা নিরস মনে হতে পারে।

আগের গেমের মতোই এই গেমেও প্লে-য়ারকে অত্যাধুনিক ও পাওয়ারফুল ফ্রেম বা আর্মর স্যুট পরে গেম খেলতে হবে। স্যুটের পাওয়ারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এর ওভারড্রাইভ মোড, এটা ব্যবহার করে অতিমানবীয় দ্রুততার সাথে চলাফেরা করা যাবে। এছাড়া জেট প্যাক ব্যবহার করে মাটি থেকে অনেক উঁচুতায় লাফিয়ে ওঠা যাবে। গেমের আর্মর স্যুটটির সাথে ক্রাইসিসের স্যুটের তুলনা করা যেতে পারে। তবে এ ভারি আর্মর স্যুট পরিহিত অবস্থায় গেমারকে রোবটের মতো দেখায়। গেমে গেমার যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো নির্দিষ্ট অংশ থেকে খেলা শুরু করতে চাইলে সেটি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গেমার যে স্থানে ল্যান্ড করতে ইচ্ছুক সে জায়গা সিলেক্ট করে দিলে অরবিটাল ড্রপশিপ থেকে প্লে-য়ারকে সে স্থানের ১৫০০০ ফুট ওপর থেকে নামিয়ে দেয়া হবে। আকাশ থেকে নামার সময় নিচে থাকা শত্রুপক্ষের কেউ গুলি করলে সেটি কাটিয়ে শত্রুর ঘাড়ের ওপর পড়ে তাকে কাবু করা যাবে।

সিঙ্গেল প্লে-য়ার মোডে গেমারকে অ্যালেক্স কোর্ভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অ্যালেক্সকে নিয়ে গেমারকে ৮টি আলাদা মিশন খেলতে হবে ৪টি আলাদা পরিবেশে। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে একে অপরকে সাহায্য করে না খেললে শত্রুপক্ষকে হারানো সম্ভব হবে না। মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে বেশ কয়েক ধরনের গেমের মধ্যে প্রায় ৩২ জন গেমার একসাথে খেলতে পারবে। গেম খেলার সাথে সাথে গেমার অর্থ ও রিকুইজিশন পয়েন্ট পেতে থাকবে। সেগুলোর বিনিময়ে বিভিন্ন আইটেম কিনে নেয়া যাবে, এদের মধ্যে ট্যাঙ্ক, বাইক, মিনি-গান ডিফেন্স টাওয়ার, এন্টি-এয়ার ডিফেন্স টাওয়ার, সাপ্লাই ডিপো ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া প্লে-য়ার তার সাথে নেয়ার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি অস্ত্রশস্ত্র নিজের ইচ্ছেমতো পছন্দ করে নিতে পারবে। অস্ত্রের তালিকার মধ্যে রয়েছে অ্যাসল্ট রাইফেল, পিস্তল, মেশিনগান, শটগান, মর্টার লঞ্চার, প্লাজমা ক্যানন, স্নাইপার রাইফেল, গ্রেনেড, বিস্ফোরক, ছুরি ইত্যাদি। গেমের পরিবেশ, কাটসিন মুভির গ্রাফিক্স, শব্দশৈলী সবকিছুই বেশ প্রশংসনীয়। গেমটি ফার্স্ট পারসন শুটিং গেম না হয়ে থার্ড পারসন শুটিং হলে আরও বেশি ভালো লাগত। গেমের যানবাহন ও অস্ত্রশস্ত্র সবকিছুই বিশাল ও ভারি এবং অত্যাধুনিক। তাই গেমটি খেলার সময় মনে হবে সায়েন্স ফিকশন কোনো মুভি দেখছেন। গেমের কাহিনী তেমন ভালো নয়, তবে গেমপ্লে-র জোরে গেমটি উতরে গেছে। সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস বা মুভি যাদের পছন্দ তারা বেশ উপভোগ করবেন গেমটি।

গেমটির গ্রাফিক্স ও সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালোমানের তবুও গেমটি চালানোর জন্য পিসি কনফিগারেশন চাওয়া হয়েছে মাঝারি মানের। গেমটি চালাতে লাগবে সিঙ্গেল কোরের ৩.০ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা ডুয়াল কোরের ২.০ গিগাহার্টজের প্রসেসর, এক্সপি/ভিসতা/সেভেনের আপডেটেড সার্ভিস প্যাক, এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৮০০ বা এটিআই র‌্যাডিয়ন এক্স১৯০০ সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড, ২ গিগাবাইট র‌্যাম এবং ৫.৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের গ্রাফিক্সের পুরো স্বাদ উপভোগ করতে হলে আরও ভালো সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড ও ভালোমানের প্রসেসর ব্যবহার করতে হবে। কারণ গেমটিতে অ্যান্টি-অ্যালাইজিং অপশন ও রেজুলেশন যত বাড়ানো যাবে গ্রাফিক্সে ল্যাগের ঝোঁক তত বেড়ে যাবে। আর এ সুবিধা পাওয়ার জন্য হাই কনফিগারেশনের পিসি ব্যবহার করা ছাড়া কোনো গতি নেই।

ডানজেওন সিজ ৩

স্ট্র্যাটেজি গেমগুলোর মাঝে ডানজেওন সিজ সিরিজের গেমের নামডাক খুব একটা বেশি না থাকলেও গেম সিরিজটি বাজারে ভালো বেচাকেনা হয়েছে। ডানজেওন সিজ সিরিজের বাকি গেমগুলো হচ্ছে– ডানজেওন সিজ, লিজেন্ডস অব আরান্না, ডানজেওন সিজ ২, ব্রোকেন ওয়ার্ল্ড ও থ্রোন অব অ্যাগোনি (পে-স্টেশন পোর্টেবলের জন্য)। সিরিজের বেশিরভাগ গেম ডেভেলপ করেছে গ্যাস পাওয়ারড গেম। তবে লিজেন্ডস অব আরান্না ও থ্রোন অব অ্যাগোনি গেম দুটি ডেভেলপ করেছে যথাক্রমে মাড ডক সফটওয়্যার ও সুপারভিলেন স্টুডিও। নতুন গেমটি ডেভেলপ করেছে নতুন আরেকটি কোম্পানি, যার নাম অবসিডিয়ান এন্টারটেইনমেন্ট।

অবসিডিয়ান এন্টারটেইনমেন্টের বানানো উল্লে-যোগ্য কিছু গেম হচ্ছে– স্টার ওয়ারস-নাইটস অব দ্য ওল্ড রিপাবলিক ২ দ্য সিথ লর্ডস, নেভার উইন্টার নাইটস ২ সিরিজ, আলফা প্রটোকল ও ফলআউট নিউ ভেগাস। গেম সিরিজটির পূর্ব পাবলিশার ছিল মাইক্রোসফট গেমস স্টুডিও, কিন্তু পরে তা ট্রুক গেমসের অধীনে পাবলিশ হয়। কিন্তু গেম সিরিজটির স্বত্ব কিনে নতুন গেমটি পাবলিশ করেছে স্কয়ার ইনিক্স নামের প্রতিষ্ঠান। ফাইনাল ফ্যান্টাসি, ড্রাগন কোয়েস্ট, কিংডম হার্টস, সাগা, টম রাইডার, হিটম্যান, ডেউস এক্স, থিফ ইত্যাদি গেম পাবলিশ করে স্কয়ার ইনিক্স বেশ নাম করেছে। তাই ডানজেওন সিজ সিরিজের গেমেও দেখা যাবে নতুনত্ব। এবারের গেমে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন ক্রিস টেইলর, যে কিনা এ সিরিজের প্রথম গেমের স্রষ্টা। তাই গেমে পুরনো গেমের স্বাদ ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যা থেকে গেমাররা এতদিন বঞ্চিত হয়েছেন। নির্মাতারা মনে করছেন নতুন এ গেমের মাধ্যমে গেম সিরিজটি আবার তাদের আগের সাফল্যের ধারা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। গেম সিরিজটি নিয়ে একটি কমিকসও বের হয়েছে, যার নাম দ্য ব্যাটল ফর আরান্না। জেসন স্ট্যাটাম অভিনীত ইন দ্য নেম অব দ্য কিং নামের দুই পর্বের মুক্তির কাহিনী এ গেমের কাহিনীর ওপর নির্মিত। যারা মুভি দুটো দেখেছেন তাদের কাছে গেমের কাহিনী বুঝতে কোনো কষ্ট হবে না।

প্রথম গেমের প্রায় ১৫০ বছর পরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন এ গেমের কাহিনী। গেমে বেশ কয়েকটি ক্যারেক্টার রয়েছে। গেমারদের রুচি অনুযায়ী এ ক্যারেক্টারগুলো বেছে নিতে হবে। গেমের উল্লে-যোগ্য কিছু চরিত্রের মধ্যে প্রথমে রয়েছে– লুকাস মন্টব্যারন, যার এক হাতে তলোয়ার ও অপর হাতে ঢাল নিয়ে বা দুই হাতে ভারি এক তলোয়ার নিয়ে খেলা যাবে। দ্বিতীয় চরিত্রটি হচ্ছে আনজালি নামের বহুরূপী নারী চরিত্র, যার হাতে থাকবে বর্শা এবং সে জাদুবিদ্যায় পারদর্শী। তৃতীয় চরিত্রটি হচ্ছে রেইনহার্ট মানস্ট নামের জাদুকর, যে দূর থেকে লড়াই করতে পারদর্শী। চতুর্থ চরিত্রটি হচ্ছে ক্যাটারিনা নামের এক আগ্নেয়াস্ত্র চালানোয় পারদর্শী নারী, সে দূরপাল-ার রাইফেল ও শটগান নিয়ে খেলবে। যার যেমন ক্যারেক্টার পছন্দ, তাকে নিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। গেমে অন্যান্য কিছু চরিত্রের মধ্যে রয়েছে– ওডো, মার্টিন গুইসকার্ড, জেয়ানে ক্যালিডার, হিউ মন্টব্যারন, রাজিয়ার্ট ইত্যাদি ও কুইন রোসলাইন।

গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ওনিক্স নামের গেম ইঞ্জিন। গেমের গ্রাফিক্স বেশ ভালোমানের, তবে শব্দশৈলী কিছুটা দুর্বল। গেমপে- ও অন্যান্য দিক বিবেচনা করে গেমটিকে মোটামুটি মানের বলা চলে। গেমে বেশ কিছু নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু তা সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। গেমের ক্যামেরা কন্ট্রোলিং বেশ ঝামেলার, তাই অনেকের কাছে তা বেশ বিরক্তিকর মনে হতে পারে। গেমটি চালাতে লাগবে ২.৫ গিগাহার্টজের কোর টু ডুয়ো প্রসেসর, ১.৫ গিগাবাইট র‌্যাম, ৫১২ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড ও ৪ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

ডিউক নুকেম ফরেভার

ডিউক নুকেম গেমিং জগতের এক অবিস্মরণীয় নাম। ১৯৯১ সালে ডস মোডের গেম হিসেবে এ সিরিজের গেমের আবির্ভাব হয়। সে সময়ের অ্যাকশন গেমের মধ্যে সেরা গেমের তালিকায় ছিলো এ গেমটি। কয়েকটি পর্ব বের হবার পর হঠাৎ গেমটি হারিয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর পর গেমটি আবার নতুন রূপে গেমারদের হাতে এসে পৌঁছেছে। নতুন গেমটি ডেভেলপ করেছে থ্রিডি রেলমস এবং গেমটি পাবলিশ করেছে টুকে গেমস। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে আনরিয়েল ইঞ্জিন ২.৫। গেমের ডিজাইনার জর্জ ব্রাউসার্ড। গেমটি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, এক্সবক্স ৩৬০, পে-স্টেশন ৩ ও ম্যাক ওএস এক্স প-াটফর্মের জন্য বাজারে অবমুক্ত করা হয়েছে।

ডিউক নুকেমের চরিত্রের ওপরে বানানো এ সিরিজের বাইরে আরো কয়েকটি গেম হচ্ছে– টাইম টু কিল, জিরো আওয়ার, ল্যান্ড অব দ্য বেবস, ম্যানহাটন প্রজেক্ট, অ্যাডভান্স, মোবাইল, ক্রিটিক্যাল মাস, বলস অব স্টিল, ডেথ র‌্যালি, এক্সট্রাকশন পয়েন্ট, অ্যালিয়েন আর্মাগেডন, ডিভেস্টেটর, লিস্ট উইন্ডিং ইত্যাদি।

সেই লাল স্যান্ডো গেঞ্জি, নীল জিন্স, পায়ে বুট জুতো, চোখে সানগ-াস, ঠোঁটে চুরুট ও বুকে ঝোলানো বুলেটের বেল্ট পরিহিত সেই আগের ডিউকের বেশভূষাই রাখা হয়েছে নতুন গেমে। গেমের পটভূমি টানা হয়েছে ডিউক নুকেম থ্রিডি গেমের ১২ বছর পরের ঘটনা নিয়ে। ডিউকের সাহসিকতা ও বীরত্বগাথার কথা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ায় তার অবস্থা এখন তুঙ্গে। সে এখন বিশ্বব্যাপী এক আইকন হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। সাংবাদিকরা তার ইন্টারভিউ নেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তারা জানতে চায় কিভাবে সে মোকাবিলা করে বড় বড় ভয়ঙ্কর সব দৈত্য-দানোর। গেমের প্রথমেই দেখা যাবে ডিউক এক ইন্টারভিউ শেষ করার পরই তার কাছে প্রেসিডেন্ট ও মিলিটারি জেনারেল গ্রেভসের ফোন কল আসবে। তাকে এক অনুপ্রবেশকারী এলিয়েনকে আটকানোর জন্য তার সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। ইন্টারভিউ শো থেকে বের হয়ে সে নেমে পড়বে তার মিশনে। এভাবে নানা রকম মিশনে নিজেকে জড়াতে জড়াতে সে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকবে।

গেমটি ফার্স্ট পারসন শুটিং গেম। গেমে ভারি ও শক্তিশালী সব অস্ত্র চালনা করতে হবে কারণ শত্রুপক্ষের আকারও যে বিশাল। গেমটি সিঙ্গেল ও মাল্টিপে-য়ার উভয় মোডেই খেলা যায়। টুডি গ্রাফিক্সের জগত থেকে থ্রিডির গ্রাফিক্সের দুনিয়ায় ডিউক নুকেম পাড়ি জমিয়েছে আগেই এ সিরিজের ডিউক নুকেম থ্রিডি গেমের মাধ্যমে। কিন্তু তখনকার গ্রাফিক্সের সাথে নতুন এ গেমের আকাশ-পাতাল তফাৎ। নতুন গেমে বেশ প্রাণবন্ত পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আলো-আঁধারির খেলায় গেমের পরিবেশ এনেছে ভিন্ন এক ছোঁয়া যা অ্যাকশন গেমপ্রেমীদের বেশ ভালো লাগবে। গেমটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বানানো হয়েছে এবং ম্যাচিউর রেটিং দেয়া হয়েছে তাই গেমটি ছোটদের খেলা উচিত হবে না। অভিভাবকরাও খেয়াল রাখবেন যাতে ছোটদের হাতে এ গেম না পড়ে। গেমটির গ্রাফিক্স ও সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো কিন্তু গেমপে- কিছুটা একঘেয়ে ধাঁচের। অন্যান্য ফার্স্ট পারসন গেমের তুলনায় গেমটি দুর্বল বলা চলে। গুলি করলে তার ইমপ্যাক্ট কম পড়ে কিন্তু ক্ষেত্রে তা নজরেও পড়ে না। দৈত্য-দানোদের ওপরে গুলি বর্ষণের কোনো ইমপ্যাক্ট দেখা যায় না কিন্তু তার লাইফ যায়। গুলি খেয়েও শত্রু পক্ষ পিছিয়ে বা পড়ে যায় না তাই গেমের মজা মাটি হয়ে গেছে। গেমের শুরুটা বেশ চমৎকার ভাবে কিছুদূর যাওয়ার পর গেম তেমন একটা ভালো নাও লাগতে পারে। গেম সমালোচকদের মতে গেমটির রেটিং তেমন একটা ভালো নয়। গেমটি চালাতে কোর টু ডুয়ো ২.০ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‌্যাম, ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৬০০ বা এটিআই র‌্যাডেওন এইচডি ২৬০০ সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে।

কিং অব ফাইটারস ১৩

প্রায় সবার ঘরে কমপিউটার থাকবে এমনটা আগে চিন্তা করা যেতো না। তখন কি আর গেমাররা চুপ করে ঘরে বসে থাকতো? তারা ভিড় করতো গেমসের দোকানগুলোতে। আর্কেড গেমিং বক্সগুলোতে ফাইটিং গেমগুলো খেলার মজাই ছিলো আলাদা। কারণ তখন অনেক প্রতিযোগীর সাথে মোকাবেলা করার সুযোগ ছিলো। নানা রকমের গেমারদের মিলনমেলা ছিলো গেমসের দোকানগুলো। আবার অনেকে দোকানের ভিড়-প্রতিযোগিতা না গিয়ে নিরিবিলি ঘরে বসে টিভিতে কনসোল লাগিয়ে এসব গেমের মজা নিতো। ফাইটিং গেমগুলোর মধ্যে স্ট্রিট ফাইটার, ডাবল ড্রাগন, কিং অব ফাইটারস, আর্ট অব ফাইটিং, ফ্যাটাল ফুরি, সামুরাই শোডাউন ইত্যাদি গেম বেশ জনপ্রিয় ছিলো এবং এখনো আছে। যাদের ঘরে কমপিউটার আছে তারা আর্কেড ধাঁচের সে গেমগুলো ইমুলেটর সফটওয়্যারের মাধ্যমে পিসিতে খেলতে পারে। তাই গেমসের দোকানগুলোতে আগের মতো ভিড় তেমন একটা দেখা যায় না। আর্কেড গেমভক্তদের জন্য সুখবর হচ্ছে এই যে, জনপ্রিয় আর্কেড ফাইটিং গেম কিং অব ফাইটারসের ১৩তম পর্ব বের করা হয়েছে পিসির জন্য। এ গেম সিরিজের কাহিনির ওপরে নির্মিত হয়েছে একটি মুভি যার নাম কিং অব ফাইটারস। তবে মুভিটি তেমন একটা নাম কামাতে পারেনি কারণ গেম ক্যারেক্টারগুলোর সাথে মিল রেখে কাস্টিং করা হয়নি। তাই কে কোন ক্যারেক্টার তা নাম শুনে বুঝতে হয়েছে, চেহারা দেখে তা বোঝা যায়নি।

আর্কেড গেমগুলো ইমুলেটর দিয়ে পিসিতে চালানোর মূল সমস্যা হচ্ছে লো রেজুলেশন ও লো কোয়ালিটি সাউন্ড। ইমুলেটরের সাহায্যে গেমগুলো বেশ ভালোই চলে তবে ভিজ্যুয়াল দিকে খুবই নগণ্য। কিং অব ফাইটারের জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করে উইন্ডোজ ব্যবহারকারীরা যাতে আরো ভালোভাবে গেম উপভোগ করতে পারে সেজন্য তা পিসির জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এতে গেমের গ্রাফিক্স ও সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। গেমের কাহিনী পূর্বের গেমের সাথে মিল রেখেই বানানো হয়েছে। নতুন এ গেমে পুরনো গেমের থেকে অনেকগুলো অপশন বাদ দেয়া হয়েছে, যেমন- গার্ড অ্যাটাক সিস্টেম, ক্রিটিক্যাল কাউন্টার সিস্টেম, ক্র্যাশ সিস্টেম ও ক্যামেরা জুমিং। নতুন সংযোজনের মধ্যে রয়েছে ইএক্স স্পেশাল মুভ, ড্রাইভ বার পাওয়ার গজ, ইএক্স ডেসপেরাশন মুভ, হাইপার ড্রাইভ মোড ইত্যাদি। গেমটিতে ৯৭, ২০০২ ও ২০০৩ সালে বের হওয়া গেমের কিছু বৈশিষ্ট্যও যোগ করা হয়েছে যা এ সিরিজের গেমারদের কাছে বেশ ভালো লাগবে। কিছু প্লেয়ারের মারামারির কৌশল বদল করা হয়েছে এবং যোগ করা হয়েছে নতুন কিছু কম্বো। এবারের গেমের মেইন ভিলেন হিসেবে থাকবে অ্যাশ। আগের গেমের ভিলেন সুকাইকে মেরে তার পাওয়ার নিয়ে গেমারের সাথে মোকাবিলা করবে এলিজাবেথ। গেমারের কাছে পরাজয়ের পর এলিজাবেথের পাওয়ার শুষে নিয়ে অ্যাশ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং পরিণত হবে এক দানবে। যার মোকাবিলা করতে হবে গেমারকে তার সিঙ্গেল ক্যারেক্টার বা তিনজনের গ্রুপ ক্যারেক্টার নিয়ে। গেমে বেশ কিছু ক্যারেক্টারের মধ্যে পোশাক আশাকের কিছুটা পরিবর্তন দেখতে পাবেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্যারেক্টারের জন্য প্রায় ১০টি আলাদা রঙের পোশাক-আশাক সিলেক্ট করে নেয়া যাবে গেম শুরুর আগে। সেই ৯৪ সাল থেকে যাত্রা শুরু করা গেমের ডেভেলপার ও পাবলিশার হিসেবে এখনো কাজ করে যাচ্ছে এসএনকে প্লে-মোর নামের কোম্পানি। গেমটি এক্সপি সার্ভিস প্যাক ২ বা ৩-এ চলার উপযোগী। উইন্ডোজ সেভেনে গেমটি কিছুটা স্লো চলে। গেমটি চালাতে লাগবে ২.০ গিগাহার্টজের ডুয়াল কোরের প্রসেসর, ভিজিএ (৬৪০ বাই ৪৮০) মোড বা এইচডিটিভি (১২৮০ বাই ৭২০) মোডের মনিটর, ১ গিগাবাইট ডিডিআর২ র‍্যাম, এটিআই এক্স১৯০০ সিরিজ বা এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৩০০ সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড ও প্রায় ২ গিগাবাইটের মতো হার্ডডিস্ক স্পেস।

হ্যারি পটার- ডেথলি হ্যালোস

চোখে গোল চশমা, হাতে জাদুর কাঠি, কপালে গভীর দাগওয়ালা, অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ছোট্ট বালকটির কথা মনে আছে তো সবার? হ্যারি পটারের কথা কারো ভুলে যাওয়ার কথা নয়। জে. কে. রাউলিংয়ের সৃষ্ট এ অসাধারণ চরিত্রের নাম ছেলে-বুড়ো সবার জানা। হ্যারি পটার সিরিজের মুভি ও গেমের চাহিদা ব্যাপক। এটি খুব সহজেই বোঝা যায়, কারণ সব সময় মুভি মুক্তি পাওয়ার পরপরই মুভির কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে বানানো গেমগুলো মুক্তি পায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ডেথলি হ্যালোস প্রথম পর্ব মুভিটি মুক্তির সাথে সাথেই গেমটি বাজারে এসেছে এবং তা যথেষ্ট ব্যবসায় সফলও হয়েছে। এ গেমে মুভির কাহিনীর আবহ পুরোপুরি বিদ্যমান, তবে কিছুটা কাহিনী সংযোজন করা হয়েছে গেমপ্লে-র সুবিধার জন্য। তাই গেম খেলার সময় মনে হবে মুভি দেখছেন। অনেক সময় মুভির কিছু অংশ না বুঝলে তা গেম থেকে ভালোভাবে বুঝে নেয়া যায়। তাই হ্যারি পটার মুভির ভক্তরা গেমটি খেলে দেখতে ভুলে যাবে না। গেমটি প্রায় সবধরনের প্লাটফর্মে অবমুক্ত করা হয়েছে। মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ, ম্যাকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেম, প্লে-স্টেশন ৩, প্লে-স্টেশন পোর্টেবল, এক্সবক্স ৩৬০, নিনটেন্ডো ডিএস, উইই এমনকি মোবাইলের জন্যও বাজারে এসেছে। গেমটি বরাবরের মতো পাবলিশ করেছে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক আর্টস এবং গেমটি ডেভেলপ করেছে ইলেক্ট্রনিক আর্টসের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ব্রাইট লাইট স্টুডিও। থার্ড পারসন অ্যাকশন/অ্যাডভেঞ্চার হ্যারি পটার সিরিজের সপ্তম গেম। বাকি গেমগুলো হচ্ছে ফিলোসফারস স্টোন, চেম্বার অব সিক্রেটস, প্রিজনার অব আজকাবান, গবলেট অব ফায়ার, অর্ডার অব দ্য ফিনিক্স ও হাফ ব্লাড প্রিন্স। ডেথলি হ্যালোস বা শেষ বইটির দুটি খণ্ড, তাই মুভিও হচ্ছে দুটি। দ্বিতীয় মুভিটি এখনো মুক্তি পায়নি, তাই এ গেমের কাহিনী অসমাপ্ত থাকবে। পরের মুভি বের হওয়ার পর এ গেমের দ্বিতীয় পর্ব বের হবে।

আগের গেমগুলোর চেয়ে এবারের হ্যারি পটার গেমটি বেশি রোমহর্ষক ও রোমাঞ্চকর হয়েছে। কারণ গেমের প্রথম থেকেই শুরু হবে যুদ্ধ। জাদুর কাঠি দিয়ে জাদুকরদের মাঝে যুদ্ধটি উপভোগ করতে পারবেন গেমের প্রথমেই। এরপর থেকেই শুরু হবে কঠিন কিছু মিশন। ভলডেমর্টের চেলাদের হাত থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে হবে। গেমে খুঁজে বের করতে হবে ভলডেমর্টের ৭টি হোরক্রাক্স। হোরক্রাক্স ধ্বংস করতে পারলেই হারানো যাবে ভলডেমর্ট, ডেথ ইটার ও স্ন্যাচারদের। আগের গেমগুলোতে কয়েকটি হোরক্রাক্স নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে হ্যারি পটার, তাই এবার বাকিগুলো খুঁজে তা নষ্ট করার পালা। হারমোনি গ্রেঞ্জার ও রন ওয়েজলির সহায়তায় হ্যারি পটার তার অভিযান জারি রাখবে। এবারের গেমে আরো কিছু নতুন স্পেল বা জাদুমন্ত্র যোগ করা হয়েছে। গেমের বেশিরভাগ জুড়েই রয়েছে যুদ্ধ। বলতে গেলে গেমটির পুরোটাই অ্যাকশনে ঠাসা। গেমটি উইন্ডোজ এক্সপি, ভিসতা ও সেভেন সব ধরনের প্লাটফর্মেই চলবে। গেমটি চালানোর জন্য তেমন একটা হাই কনফিগারেশনের পিসি চাওয়া হয়নি, যেমনটা নতুন গেমগুলো চেয়ে থাকে। গেমের গ্রাফিক্স খুব উচুমানের নয়, তাই পিসি কনফিগারেশন মাঝারিমানের চাওয়া হয়েছে। গেমটি চালাতে ২.৪ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪ প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস এবং ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড হলেই যথেষ্ট। তবে হাই ডিটেইলসে খেলতে হলে ডুয়াল কোরের প্রসেসর, আরো বেশি র‍্যাম ও ভালো মানের গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন পড়বে।

দ্য সিমস

গেমের জগতে যাদের নিত্য বিচরণ তারা 'দ্য সিমস' গেম সিরিজের নাম শোনেননি তা অবিশ্বাস্য। গেমের জগতে অসাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বিনোদনের উৎস হচ্ছে এ সিরিজের গেমগুলো। এ স্ট্র্যাটেজিক লাইফ সিম্যুলেশন গেমের সূচনা করেছিলেন গেম ডিজাইনার উইল রাইট। গেমের পাবলিশার হচ্ছে ম্যাক্সিস এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইলেক্ট্রনিক আর্টস। এ সিরিজের প্রথম গেমটি গেমের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত গেম এবং ২০০০ সালের সেরা গেমের মর্যাদা পেয়েছিল। মানবজীবনের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, কথোপকথন, তাদের ইচ্ছা, অনুভূতি, ভালো লাগা, মন্দ লাগা, সুখ-দুঃখ, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে একদল ভার্চুয়াল মানব-মানবীর চরিত্রের মাধ্যমে এই সিরিজের গেমগুলোতে।

গেমটি এতই জনপ্রিয় হয়েছিলো যে প্রতি বছরে প্রায় ৩টি করে এক্সপানশন বের করতে হয়েছে গেম নির্মাতাদের। দ্য সিমসের এক্সপানশন ছিলো সাতটি, এগুলো হলো- দ্য সিমস লিভিং লার্জ, হাউজ পার্টি, হট ডেট, ভেকেশন, আনলিশড, সুপারস্টার ও মেকিং ম্যাজিক। এই সিরিজের সাফল্যের পরে ২০০৪ সালে বের হলো দ্য সিমস ২। সিরিজের আটটি এক্সপানশন বের হয়েছে, এগুলো হচ্ছে- ইউনিভার্সিটি, নাইটলাইফ, ওপেন ফর বিজনেস, পেটস, সিজনস, বন ভয়েজ, ফ্রী টাইম এবং অ্যাপার্টমেন্ট লাইফ। দ্য সিমস ২এর অন্তর্ভুক্ত স্টাফ প্যাক নামে আরো কয়েকটি সিরিজ বের হয়েছে এগুলোর মধ্যে রয়েছে পার্টি প্যাক, হলিডে ফান স্টাফ, গ-ম্যাড লাইফ স্টাফ, হ্যাপি হলিডে স্টাফ, সেলেব্রেশন স্টাফ, টিন স্টাইল স্টাফ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ২০০৯ সালে বের হয়েছে গেমের তৃতীয় পর্ব যার নাম দ্য সিমস ৩। এখন পর্যন্ত বের হওয়া নতুন এ সিরিজের গেমগুলো হচ্ছে- ওয়ার্ল্ড অ্যাডভেঞ্চার, অ্যাম্বিশন, লেট নাইট, জেনারেশনস ইত্যাদি। এছাড়াও দ্য সিমস লাইফ স্টোরিস নামে যেখ নির্মাতারা লাইফ স্টোরিস, পেট স্টোরিজ ও কাস্টএওয়ে স্টোরিস নামে তিনটি পর্ব রিলিজ করেছে। মাইসিমস নামের আরেকটি সিরিজেও বের হয়েছে বেশ কিছু গেমস, যার মধ্যে রয়েছে-মাইসিমস, কিংডম, পার্টি, রেসিং, এজেন্টস, স্কাই হিরোস ও মেজিয়েস্টে। অনলাইন ও কনসোল ভিত্তিক গেম হিসেবেও রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা। অনলাইন গেমস হিসেবে দুটি ভার্সনের দেখা মেলে, প্রথমটি হচ্ছে দ্য সিমস অনলাইন ও অপরটি কার্নিভাল।

প্রতিটি এক্সপানশন প্যাকে পূর্ববর্তী পর্বের ত্রুটি সংশোধন ও কিছুটা পরিবর্তন করে তা বাজারে ছাড়া হয়। বলতে গেলে সবগুলো গেমের ধাঁচ একই রকমের শুধু কিছু অপশন ও সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকে নতুন গেম হিসেবে। এ সিরিজের গেমগুলো খেলার সময় তার মাঝে হারিয়ে যাবেন নিবিড়ভাবে কারণ, মনে হবে যে আপনি নিজেই গেমটির চরিত্র। এটি বানানো হয়েছে মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার দিক তুলে ধরে, তাই এই গেমে পাওয়া যায় অন্যরকম এক স্বাদ ও অনুভূতি, যা অন্য কোনো গেমে পাওয়া যায় না। গেমগুলো বেশ ধৈর্য সহকারে খেলতে হয় তাই অনেকে তা পছন্দ করেন না। বিশেষ করে যারা অ্যাকশন গেমপ্রেমী। অনেকে বলেন এ গেম মেয়েলি, এটি মেয়েদের খেলা। কিন্তু গেমটি খেললে জীবনযাত্রার ধরন সম্পর্কে অনেক কিছু শেখা যায় যা গেমটির একটি ভালো দিক।

প্রথম গেমের সবগুলো এক্সপানশন একই রকমের গ্রাফিক্সের ছিলো পরে তা উন্নত করা হয়। দ্য সিমস ৩ সিরিজের গেমগুলো বেশ ভালোমানের গ্রাফিক্সযুক্ত। গেমগুলো খেলার জন্য বেশ হাই কনফিগারেশনের পিসির দরকার হয় না। নতুন পর্বগুলো খেলার জন্য মাঝারি কনফিগারেশনের পিসির দরকার পড়বে। যারা সিমস ভক্ত তাদের কথা না হয় নাই বললাম, যারা কখনো এই সিরিজের গেম খেলেননি কিন্তু নাম শুনেছেন তারাও খেলে দেখতে পারেন, ভালো লাগবে আশা করি।

অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক

ভয় কে না পায়? সবাই কম বেশি ভয় পায়। এ ভয় পাওয়ার বিষয়টিকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় ফোবিয়া। নানা রকম ফোবিয়া রয়েছে মানুষের মধ্যে, তাদের আবার বিভিন্ন রকম নাম। আজকে যে গেমটির কথা বলবো তার সাথে জড়িত হচ্ছে অন্ধকার। যারা অন্ধকারকে ভয় পান, রাতে আলো জ্বেলে ঘুমান তারা কিন্তু সবধান। অন্ধকারকে ভয় বা লাইগোফোবিয়ায় আক্রান্ত তারা এই গেম না খেললেই ভালো। আর যদি সাহসের পরীক্ষা করতে চান তবে পিসির সামনে বসে এই গেমটি উপভোগ করতে পারেন।

অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক নামে ২০০৫ সালে হরর মুভিও তৈরি করা হয়েছিলো, যার ২য় পর্ব দ্য নিউ নাইটমেয়ার বের হয়েছে ২০০৯ সালে। অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক বা আঁধারে একলা বা অন্ধকারে একা যাই বলুন না কেন? নামটির সাথে সবার পরিচিত থাকার কথা। সেই ১৯৯২ সাল থেকে এই গেমের উৎপত্তি। আর্কেড গেমস, খেলনা অথবা গেম ও কম্পিউটার গেমের অগ্রযাত্রার মূলে রয়েছে যে প্রতিষ্ঠানটি তার নাম হচ্ছে আটারি। আটারির গেমিং কনসোলের কথা শোনেননি বা আটারির বানানো গেমগুলো খেলেনি এমন কোনো গেমার চিরুনি অভিযান চালিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। সারভাইবাল হরর গেমগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক সিরিজের গেমগুলো। গেমটির এই পর্যন্ত ৫টি পর্ব বের হয়েছে। প্রথম ৪টি গেমের পাবলিশার ও ডেভেলপার দুইই ছিলো ইনফোগ্রামেস। কিন্তু ৫ম পর্বটি পাবলিশ করেছে আটারি ও ডেভেলপ করেছে ইডেন গেমস। এখন পর্যন্ত বানানো সবরকমের হরর গেমগুলোর মাঝে ভালো স্থান দখল করে আছে এই সিরিজের গেমগুলো। আটারির বানানো আরো কিছু ভালো মানের গেমের মাঝে রয়েছে- Act of War, ArmA, Arthur, Dawn of Magic, Deer Hunter, desperados, Fantasy Wars, KingOs Bounty, Neverwinter Nights, Roller Coaster Tycoon, Test Drive, The Witcher ইত্যাদি। গেমিং দুনিয়ায় আরো কিছু ভয়ানক গেমের তালিকায় রয়েছে Fatal Frame, Clock Tower, Silent Hill, Resident Evil ইত্যাদি।

প্রথম গেমটির পটভূমি হচ্ছে ১৯২৪ সাল। জেরেমি হার্টউড নামের এক অসামান্য লেখক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তার মৃত্যুর কারণের কোনো কূল-কিনারা দেখতে পেলো না কেউ। তাই পুলিশ কেসটি নিয়ে তদন্ত শুরু করলো। বেশ কিছুদিন এ নিয়ে নাড়াচাড়া করে পুলিশ কেসটি পূর্ণ না করেই কাজ বন্ধ করে রাখলো। ঘটনা ঘটে যাওয়ার বহুদিন পরে এডওয়ার্ড কার্নবি নামের একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আবার কেসটি নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করবে। গেমারকে এ চরিত্রকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধীরে ধীরে রহস্যের জাল খুলে সে আবিষ্কার করবে জেরেমির আত্মহত্যার কারণ। গেমের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গেমের অন্ধকার পরিবেশ। অন্ধকারে টর্চ লাইট জ্বেলে রহস্যের কূল-কিনারা করতে হবে। অনেক পুরনো গেম তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে গেমটি লো কনফিগারেশনের পিসিতেও আরামে চালানো যাবে। পেন্টিয়াম থ্রি মানের পিসিতেও গেমটি অনায়াসে চলবে। যাদের অন্ধকারে গেমটি খেলতে সমস্যা হবে তারা মনিটরের এবং গেমের ব্রাইটনেস অপশন থেকে তা বাড়িয়ে নিন। একে ভালোভাবে দেখা যাবে। কিন্তু অন্ধকারে যে গা ছমছমে ভাব রয়েছে তার মজা উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হবেন। হেডফোন কানে লাগিয়ে গেমটি খেললে তা আরো বেশি উপভোগ্য হবে। গেমের গ্রাফিক্স সে আমলের গ্রাফিক্সের সাথে তুলনা করলে বেশ ভালোই বলা চলে। যাদের পিসি কনফিগারেশন ভালো তারা নতুন অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক ৫ গেমটি খেলে দেখতে পারেন।

ফিডব্যাক : shuvo_21@yahoo.com